

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন (NHRC): WBPSOC ইন্ডিয়ান পলিটি নোট

1993 সালের মানবাধিকার সুরক্ষা আইন এর অধীনে 1993 সালের 12 অক্টোবর জাতীয় মানবাধিকার কমিশন (NHRC) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যা পরবর্তীতে 2006 সালে মানবাধিকার সুরক্ষা সংশোধনী আইন দ্বারা সংশোধন করা হয়েছিল। মানবাধিকার সংরক্ষণ, প্রচার এবং সুরক্ষার জন্য জাতীয় মানবাধিকার কমিশন (NHRC) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন UPSC পলিটি সিলেবাসের পাশাপাশি WBCS পরীক্ষার কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স বিভাগে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

NHRC কি?

NHRC এর পুরো কথাটির অর্থ হল জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। এটি একটি অ-সাংবিধানিক সংস্থা যা দেশে মানবাধিকার সংরক্ষণ ও সুরক্ষার জন্য একটি প্রহরী হিসাবে কাজ করে। জাতিসংঘের মতে, প্রতিটি ব্যক্তির কয়েকটি নির্দিষ্ট অধিকার নিশ্চিত করা উচিত, যেমন জীবনের অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার, সমতার অধিকার, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, দাসত্ব থেকে স্বাধীনতা ইত্যাদি। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এই অধিকারগুলিকে রক্ষা করার জন্য একই ক্ষেত্রে কাজ করে। NHRC-এর সদর দফতর নয়াদিল্লিতে এবং 2018-সালের 12ই অক্টোবর এর 25তম বার্ষিকী উদযাপন করা হয়েছে।

- NHRC মানে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। এই কমিশনটি ভারত সরকার কর্তৃক মানবাধিকার আইন, 1993-এর অধীনে একটি উৎকর্ষ মানব জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় বেশ কয়েকটি অধিকার সুরক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যার মধ্যে স্বাধীনতা ও সমতার অধিকার, দাসত্ব থেকে মুক্তি, বাক স্বাধীনতা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত ছিল।

- পৃথিবীতে উপস্থিত প্রতিটি ব্যক্তির একটি নির্দিষ্ট মর্যাদা রয়েছে এবং মর্যাদার সাথে বসবাস করার অনুমতি রয়েছে। তাই, মানব জীবনের মর্যাদা বজায় রাখার জন্য, তাদের

অধিকার রক্ষা এবং তাদের জন্য একটি মানসম্পন্ন জীবন প্রদানের জন্য NHRC প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

● এই অধিকারগুলি ভারতীয় সংবিধান দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে এবং ভারতের উচ্চ আদালতগুলিও এগুলি জারি করে।

● NHRC-এর অনুরূপ, মানবাধিকারের প্যারিস নীতিও 1991 সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। NHRC এটি মেনে চলেছে। এই বিষয়টি 1993 সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ দ্বারা গৃহীত হয়েছিল।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ইতিহাস

আসুন দেখি কিভাবে এবং কখন NHRC এর ধারণা চালু হয়েছিল।

● জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ দ্বারা 1948 সালের 10 ডিসেম্বর প্যারিসে মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র (UDHR) গৃহীত হয়।

● এই পদক্ষেপটি মানবজাতির ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী হিসাবে প্রমাণিত হয়েছিল যেখানে মানবাধিকার রক্ষার জন্য একটি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল।

● তার পরেই, 1991 সালে, প্যারিস নীতিগুলি জাতীয় মানবাধিকার সংস্থাগুলি দ্বারা প্রবর্তিত হয়, যা NHRI নামে পরিচিত।

● 1993 সালে, জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ এই নীতিগুলি গ্রহণ করে এবং একই বছরে, ভারতও মানবাধিকার সুরক্ষা আইন প্রণয়ন করে।

● এই প্রথম জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ভিত্তি স্থাপন করা হয়।

● বড় বড় প্রতিষ্ঠানগুলি মানবাধিকার সংরক্ষণের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে শুরু করে, যার ফলে প্যারিস নীতিগুলি জাতিসংঘ দ্বারা গৃহীত হয় এবং এই নীতিগুলি অনুসারে, ভারতও এক ধাপ এগিয়ে 1993 সালে মানবাধিকার আইন নিয়ে আসে।

● এমনকি ভারতের রাজ্য সরকারগুলিকে মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠা করার জন্য উচ্চ আদালত এবং সংবিধান দ্বারা অনুমোদিত করা এবং নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সদস্যগণ

যদিও NHRC একটি অ-সাংবিধানিক সংস্থা, এটি সম্মানিত সদস্যদের নিয়ে গঠিত। সদস্যদের মধ্যে একজন সভাপতি সহ আরও আটজন কার্যকরী সদস্য রয়েছে। এছাড়াও, এই আটটি সদস্যকে দুটি বিভাগে বিভক্ত করা হয়েছে, যেখানে চারজন সদস্য পূর্ণকালীন সদস্য এবং বাকি চারজন গণ্য সদস্য। NHRC-এর সদস্যদের গঠন বিস্তারিতভাবে বোঝার জন্য নিচের চার্টটি দেখুন।

সভাপতি	অবসরপ্রাপ্ত ভারতের প্রধান বিচারপতি
প্রথম সদস্য	সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন/বর্তমান বিচারপতি
দ্বিতীয় সদস্য	হাই কোর্টের প্রাক্তন/বর্তমান বিচারপতি
দুজন সদস্য	মানবাধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে অভিজ্ঞতা ও গভীর জ্ঞানসম্পন্ন প্রার্থী।
গণ্য সদস্য	<ol style="list-style-type: none">1. সংখ্যালঘুদের জন্য জাতীয় কমিশন2. জাতীয় মহিলা কমিশন3. SC-দের জন্য জাতীয় কমিশন4. ST-দের জন্য জাতীয় কমিশন

একটি নির্বাচন কমিটি দ্বারা NHRC সদস্যদের প্রকাশ করা হয়, এই কমিটিই ভারতের রাষ্ট্রপতির কাছে প্রার্থীদের সুপারিশ করে। এই নির্বাচন কমিটিতে রয়েছেন-

- প্রধানমন্ত্রী
- লোকসভার স্পিকার।
- রাজ্যসভার ডেপুটি চেয়ারম্যান
- স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী
- উভয় কক্ষের বিরোধীদলীয় নেতা

NHRC সদস্যদের অপসারণ

NHRC-এর সভাপতি এবং NHRC-এর অন্যান্য সদস্যদের 5 বছরের জন্য বা 70 বছর বয়স পর্যন্ত নিযুক্ত করা হয়। তবে, অসদাচরণের অভিযোগ পাওয়া গেলে এই সদস্য বা সভাপতিকে অবিলম্বে ক্ষমতা থেকে অপসারণ করা যেতে পারে যদি ভারতের সুপ্রিম কোর্ট দ্বারা নির্ধারিত তদন্তে দোষী প্রমাণিত হয়।

NHRC সদস্যদের অপসারণ ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্বারা সম্পন্ন করা হয় যদি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে দেউলিয়াত্ব এবং শরীর বা মনের গভীর মানসিক রোগের ভিত্তিতে সন্দেহ করা হয়। তাদের কারাদণ্ড বা আর্থিক শাস্তি হতে পারে।

NHRC-এর সীমাবদ্ধতা



- NHRC কোনো বেসরকারি পক্ষের দ্বারা করা মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য অনুমোদিত নয়।
- NHRC-এর সুপারিশ প্রকৃতিগতভাবে বাধ্যতামূলক নয়।
- NHRC এর আদেশ বাস্তবায়নে অস্বীকারকারী কর্তৃপক্ষকে শাস্তি দেওয়ার কোনো ক্ষমতা নেই।
- NHRC সশস্ত্র বাহিনীর নাগালের মধ্যে প্রায় শূন্য এখতিয়ার পেয়েছে।
- NHRC এক বছরের বেশি পুরানো, বিশেষত্বহীন প্রকৃতির, অযৌক্তিক, এবং পরিষেবাগুলির সাথে সম্পর্কিত মামলাগুলি রাখার মধ্যে সীমাবদ্ধ।

মানবাধিকার সুরক্ষা (সংশোধনী) বিল, 2019

NHRC-কে আরও সর্বব্যাপী করার জন্য মানবাধিকার সুরক্ষা সংশোধনী বিল 2019 লোকসভা দ্বারা পাস করা হয়েছিল। মানবাধিকার সুরক্ষা আইনে প্রস্তাবিত কিছু বড় সংশোধনী নিম্নে দেওয়া হল-

- একজন ব্যক্তি যিনি পূর্বে ভারতের সুপ্রিম কোর্টের বিচারক ছিলেন তিনি কমিশনের সভাপতি পদের জন্য যোগ্য।
- হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির সাথে হাইকোর্টের বিচারপতিও কমিশনের সভাপতি হওয়ারও যোগ্য
- কমিশনে সদস্য সংখ্যা 2 থেকে বাড়িয়ে 3 করা হবে যেখানে কমপক্ষে একজন মহিলা হতে হবে।
- কমিশনে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রের সভাপতিদের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত, যেমন অনগ্রসর শ্রেণীদের জন্য জাতীয় কমিশন, শিশু অধিকার সুরক্ষার জন্য জাতীয় কমিশন এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রধান কমিশনারকে গণ্য সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।
- দিল্লি ব্যতীত অন্য কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি দ্বারা পরিচালিত মানবাধিকার কার্যগুলি রাজ্য কমিশনগুলিতে অর্পণ করা উচিত।

মানবাধিকার পরিষদ

জাতিসংঘ মানবাধিকার পরিষদ নামে পরিচিত মানবাধিকার পরিষদ 2006 সালের মার্চ মাসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মানবাধিকার পরিষদের সদর দপ্তর সুইজারল্যান্ডের জেনেভাতে অবস্থিত। মানবাধিকার পরিষদ এমন একটি সংস্থা যা বিশ্বজুড়ে মানবাধিকারকে শক্তিশালী করতে এবং তাদের সুরক্ষার জন্য কাজ করে। মানবাধিকার পরিষদ রাষ্ট্রের 49 জন সদস্য নিয়ে গঠিত যারা UNGA দ্বারা নির্বাচিত হয়।

জাতিসংঘ মানবাধিকার পরিষদ নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করে-

- সমাবেশের স্বাধীনতা প্রদান করা
- বাক ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা প্রদান করা
- যে কোন ধর্ম পালনের স্বাধীনতা প্রদান করা
- নারী এবং সমকামী, উভকামী ও রূপান্তরকামী (LGBTQ) সম্প্রদায়ের অধিকার রক্ষা করা

মানবাধিকার সুরক্ষা আইন, 1993 এবং মানবাধিকার সংশোধনী বিল, 2019 এর মধ্যে পার্থক্য

byjusex

মানবাধিকার সুরক্ষা আইন 1993

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের তথ্য অনুযায়ী-

- 1993 সালের মানবাধিকার সুরক্ষা আইন ছিল NHRC, রাজ্যগুলিতে SHRC এবং মানবাধিকারের উদ্ধৃতিগুলির গঠনের জন্য একটি আইন যা মানবাধিকারকে এবং এর সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলিকে আরও ভাল অবস্থানে রক্ষা করে।
- এই আইন সমগ্র দেশে প্রসারিত।
- এটা বোঝা দরকার যে এটি শুধুমাত্র জম্মু ও কাশ্মীরের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে না এবং ভারতের সংবিধানের সপ্তম তফসিলের প্রথম এবং তৃতীয় তালিকায় তালিকাভুক্ত যেকোনও এন্ট্রি সম্পর্কিত যেকোন বিষয়েই প্রযোজ্য হবে কারণ এটি রাষ্ট্রের বিষয়।

মানবাধিকার সুরক্ষা বিল, 2019

- মানবাধিকার সুরক্ষা বিল, 2019 অমিত শাহ প্রবর্তন করেছিলেন, যিনি আগে লোকসভায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ছিলেন।
- এই সংশোধনী আইনে মানবাধিকার আদালতের সাথে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এবং রাজ্য মানবাধিকার কমিশন নামে দুটি কমিশনের কথা বলা হয়েছে।
- মানবাধিকার সুরক্ষা বিল, 2019 অনুযায়ী ভারতের সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি NHRC-এর সভাপতি হওয়া উচিত, যা সংশোধনের পরে ঠিক হয় যে ভারতের সুপ্রিম কোর্টের বিচারকও NHRC-এর সভাপতি হতে পারেন।

জাতীয় মানবাধিকার কমিটির কার্যাবলী

বিস্তৃতভাবে, জাতীয় মানবাধিকার কমিটির (NHRC) কাজ হল মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ দায়ের করা এবং অনুসন্ধান করা এবং এই ধরনের সমস্যার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া।

- মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ পাওয়া গেলে NHRC-এর যে কোনো ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা রয়েছে।
- NHRC মানবাধিকার লঙ্ঘন সংক্রান্ত মামলা তদন্ত করার জন্য অনুমোদিত।
- ফলস্বরূপ, NHRC একটি রাজ্যের যেকোন জেল বা কারাগারে বন্দীদের জীবনযাত্রার অবস্থা পরিদর্শন করার জন্য অনুমোদিত।
- NHRC সচেতনতা প্রচারের তত্ত্বাবধানও করে এবং বিভিন্ন মিডিয়া আউটলেটে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে সাক্ষরতার মান প্রচার করে।
- NHRC মানুষের জীবনযাত্রার মান রক্ষা করতে এবং মানবাধিকার লঙ্ঘন রোধ করতে ভারত সরকারকে পরামর্শ বা পদক্ষেপের সুপারিশ করতে পারে। এটি কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য উভয় সরকারের ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা যেতে পারে।
- NHRC-কে ভারতের রাষ্ট্রপতির কাছে একটি বার্ষিক প্রতিবেদন জমা দিতে হয়, যা পরে লোকসভা এবং রাজ্যসভায় পেশ করা হয়।

জাতীয় মানবাধিকার কমিটি সম্পর্কিত বিষয়সমূহ

এতক্ষণে আমরা আলোচনা করেছি যে NHRC এর কাজ হল মানবাধিকার রক্ষা করা, কিন্তু সেই নির্দিষ্ট অধিকারগুলি কী কী যার জন্য NHRC গঠিত হয়েছে? আসুন NHRC সম্পর্কিত কিছু প্রধান বিষয়গুলির দিকে নজর দেওয়া যাক।

- ম্যানুয়াল স্ক্যাভেজিং
- যৌন নিপীড়ন
- বেআইনি এনকাউন্টার এবং বিচারবহির্ভূত হত্যা
- শিশু শ্রম

- বাল্য বিবাহ
- LGBTQ সমস্যা
- শ্রমিক অধিকার
- বন্দীদের হেফাজতে নির্যাতন
- নির্বিচারে গ্রেফতার এবং মানসিক হয়রানি
- নারী ও শিশুদের প্রতি বৈষম্য

byjusexamprep.com